কালের কণ্ঠ

তারিখ .. 09 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ২ .....

মধ্যরাতে 'ও', 'এ' লেভেল পরীক্ষা

উৎকণ্ঠায় নির্ঘুম রাত কাটল শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের

শরীফুল আলম সুমন ▶

১৮ দলীয় জোটের ডাকা হরতালের কারণে গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৭টা থেকে ২টা পর্যন্ত নেওয়া হলো 'ও' এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষা। রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে পরীক্ষা দিতে আসা শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের চোখে-মুখে ছিল উৎকণ্ঠার ছাপ। শীতের কনকনে রাতে অভিভাবকরা পায়চারি করছিলেন এদিক-ওদিক। প্রায় সাত হাজার শিক্ষার্থীর সঙ্গে উৎকণ্ঠা নিয়ে নির্ঘুম রাতি কাটালেন তাঁরা। মাসব্যাপী এ পরীক্ষার বাকি সময়ের রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে শঙ্কিত তাঁরা।

গতকাল রাতে বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে 'ও' এবং 'এ' লেভেলের পরীক্ষা শুরু হয় রাত সাড়ে ৭টা ও পৌনে ১২টায়। রাতে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, কনভেনশন সেন্টারের বাইরে অপেক্ষা করছেন হাজার হাজার উদ্বিগ্ন অভিভাবক। কেউ বসে আছেন নিজের গাড়িতে, কেউবা আছেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে, আবার অনেকেই অবস্থান করছেন অস্থায়ীভাবে নির্মিত ছাউনির নিচে। হতাশায় আচ্ছন্ন পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা শোনালেন নানা আশঙ্কা ও ক্লেশের কথা।

ধানমন্ডি টিউটরিয়ালের 'ও' লেভেল পরীক্ষার্থী জান্নিয়া মাসুদকে নিয়ে এসেছেন তার মা জুলিয়া ইয়াসমীন। তিনি কাদের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার মেয়ের সাড়ে ৭টায় বায়োলজি পরীক্ষা। আবার পৌনে ১২টায় হিউম্যান বায়োলজি পরীক্ষা। আবার আগামীকাল (আজ বৃহস্পতিবার) সকালেও একটি পরীক্ষা আছে। সকালে আমার অফিস আছে। একজন শিক্ষার্থীর পরে পর পর তিনটি পরীক্ষা দেওয়া কিভাবে সম্ভব? সেই ধানমন্ডি থেকে আসতে বুকের ভেতরটা ধুকধুক করেছে। এত রাতে বাসায় ফেরাও তো কষ্টকর। আমাদের নেতা-নেত্রীরা কি এ বিষয়গুলো ভাবেন না। তাঁরা কাদের জন্য রাজনীতি করেন!'

হিড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্র তওসীফুল বারীর সঙ্গে এসেছেন তাঁর বাবা মো. নুরুল আখের এবং মা হাফসা বেগম। নুরুল আখের বলেন, 'সেই মিরপুর-১০ থেকে এসেছি। খুবই চিন্তায় ছিলাম পরীক্ষা হবে কি না। তাও ভালো রাতের বেলা হরতাল নেই। তবে আমরা এর পরের পরীক্ষাগুলো নিয়ে চিন্তিত। যেভাবে হরতাল-অবরোধ হচ্ছে তাতে পরীক্ষা শেষ করাই কষ্টকর হয়ে পড়বে।'

গতকাল ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার বেনজীর আহমেদ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যেও অভিভাবকরা যদি তাঁদের সন্তানদের পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যেতে চান, তাহলে ডিএমপি পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেবে। এর জন্য অভিভাবকদের সহযোগিতা দরকার।'

ডিএমপি কমিশনারের এ কথার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করলেন অভিভাবকরা। নীলুফা করিম নামের এক অভিভাবিকা বলেন, 'তাঁরা কথা বলেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ করেছেন। একটি শিশুর দায়িত্ব কি তাঁরা নেবেন। তাহলে ককটেল, আগুনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সহিংসতায় শিশুরা মরছে কেন। খুবই ভয়ে ভয়ে এসেছি। যেভাবে গাড়ি পোড়ানো হচ্ছে, তাতে বাইরে বের হতেই ভয় লাগে।'

ধানমন্ডির তৌহিদ একাডেমির শিক্ষার্থী জর্জিস জাকারিয়াকে নিয়ে এসেছেন তাঁর বাবা কাজী জাকারিয়া। তিনি বলেন, 'এটা আন্তর্জাতিক পরীক্ষা। পরীক্ষার সময়ে এভাবে হরতাল-অবরোধ হলে পরীক্ষা শেষ করাটাই কষ্টকর হয়ে পড়বে। একটি পরীক্ষা স্থগিত হলে এ বছরে আর নেওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। পরীক্ষার সময় বাদ দিয়ে হরতাল দিলে তো কোনো সমস্যা নেই। আমার সন্তান টেনশন করছিল। দিনের বেলা যেভাবে চলাফেরা সম্ভব, রাতে তো তা সম্ভব নয়। যাঁরা হরতাল দিয়েছেন তাঁদের সন্তানদের এভাবে রাতে পরীক্ষা থাকলে তাঁরা কী করতেন—সেটা অবশ্যই ভাবা উচিত।'

পুরান ঢাকার ওয়ারী থেকে ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড স্কুলের শিক্ষার্থী জান্নাত ফাতেমাকে নিয়ে এসেছেন তাঁর বাবা ইকরামুল হক। তিনি বলেন, 'আমরা অন্তত বাচ্চাদের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ চাই। পরীক্ষাটাও তারা ঠিকভাবে দিতে পারছে না।'

'ও' এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দেবে ডিএমপি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেলের পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার বেনজীর আহমেদ। তিনি বলেন, যেসব পরীক্ষার্থী আতঙ্কিত তারা স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করে পুলিশের সহযোগিতা নিতে পারে। পুলিশ প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এ ছাড়া গ্রেপ্তার বিএনপি নেতা-কর্মীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১১টায় ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ডিএমপি কমিশনার।

বেনজীর আহমেদ বলেন, 'রাজধানীর আটটি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যারা মনে করবে নিরাপত্তা প্রয়োজন, তাদের পুলিশ নিরাপদে পৌঁছে দেবে। এ ছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা হবে।' এ ছাড়া বিএনপি নেতাদের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তাঁদেরই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আবদুল জলিল মণ্ডল, ইব্রাহীম ফাতেমীসহ ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা।